Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষায় ইংরেজি ঋণকৃত শব্দের ব্যবহার

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মিথুন ব্যানার্জী
Published online	February 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.10
Pages	175-187
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ২ ॥ ফাল্গুন ১৪১৮ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বাংলা ভাষায় ইংরেজি ঋণকৃত শব্দের ব্যবহার

Check for updates

মিথুন ব্যানার্জী*

ভাষা একটি যোগাযোগীয় সংশ্রয় (system)। বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চার সূত্র ধরে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের আদান-প্রদান একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণত একটি ভাষার কোনো ভাষিক উপাদান যখন সরাসরি বা আংশিক পরিবর্তিতভাবে অন্য একটি ভাষায় গৃহীত হয় তখন তাকে ভাষিক ঋণকরণ (borrowing) বলা হয়। ভাষার ধ্বনি, রূপ, বাক্য কিংবা অর্থ– এই প্রধান চারটি স্তরের মধ্যে শব্দস্তরেই এই ঋণকরণের হার সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে, একটি ভাষায় যখন কোনো নতুন ধারণা (concept) প্রবেশ করে তখন তার সঙ্গে একরাশ নতুন শব্দও প্রবেশ করে। নতুন ধারণাসমূহকে ওই ভাষায় সংহত অবয়বে যথার্থ, নির্ভুল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করার জন্য কখনও তৈরি করা হয় পারিভাষিক শব্দ, আবার কখনো নতুন ধারণাটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় শব্দঋণ। তাই শব্দঋণ ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেও রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শব্দ। হালনাগাদ কোনো পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (empirical evidence) বিবেচনা করে বলা যায় যে, আধুনিককালে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে ঋণকৃত শব্দগুচ্ছে ইংরেজি শব্দ-ই বেশি। বিশ্বায়নের এই কালে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান ভাষা ইংরেজি হওয়ায় অন্যান্য ভাষার চেয়ে ইংরেজি উৎস থেকেই বাংলা ভাষায় শব্দ-ঋণকরণের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এছাড়াও দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক সমাজ-রাজনৈতিক কাঠামো, উপনিবেশ-উত্তর পাকিস্তানি শোষণের কালে প্রচ্ছন্ন নব্য-ঔপনিবেশিক মানসভঙ্গি, বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অনিবার্য প্রয়োজন এবং এরকম আরও নানাবিধ কারণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দঋণের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করেছে। এর ফলস্বরূপ দিন দিন বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য হারে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপনে, আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনে, দাপ্তরিক কাজে, বর্ণনায়, বিশ্লেষণে, সাহিত্যে, এমনকি কবিতা ও গানেও, ইংরেজি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এদের সবগুলোই যে ঋণকৃত (borrowed) শব্দের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমনটি নয়। অনেক শব্দেরই অবস্থান বাংলা অভিধানে নির্ধারিত হয়নি (মনসুর মুসা ও মনোয়ার ইলিয়াস; ১৯৯৪); অথচ তাদের ব্যবহার সুলভ। বস্তুত, বাংলা ভাষায় যে সকল ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে ঋণকরণের মাধ্যমে গৃহীত ইংরেজি শব্দ যেমন রয়েছে তেমনি সংহিতা বদলের (code switching) কারণে ভাষায় ঢুকে পড়া ইংরেজি বিভাষী শব্দও (foreign language word) রয়েছে। নিচের উদাহরণ তিনটির সাহায্যে এ বক্তব্য স্পষ্টতর করা যেতে পারে :

---

* সহযোগী গবেষণা সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

উদাহরণ-১. বিদ্যালয়টির উন্নয়নের জন্য এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুদান চাওয়া হয়েছে।
উদাহরণ-২. স্কুলটির উন্নয়নের জন্য এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে donation চাওয়া হয়েছে।
উদাহরণ-৩. স্কুলটির development-এর জন্য এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে donation চাওয়া হয়েছে।

ওপরের উদাহরণ-১এ কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়নি এবং যে কোনো বাংলা মাতৃভাষী নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, বাক্যটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই বাংলা ভাষিক পরিবেশে বহুল প্রচলিত। কিন্তু উদাহরণ-২এ একটি ঋণকৃত শব্দ 'স্কুল' এবং 'অনুদান'-এর সংহিতা বদল করে 'donation' ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাক্যে ব্যবহৃত 'স্কুল' শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আসলেও বর্তমানে এটি 'বিদ্যালয়ে'র সমার্থক ঋণকৃত প্রতিশব্দ হিসেবেই গৃহীত ও যথেষ্ট প্রচলিত। কিন্তু অপর পরিবর্তনটির (অনুদানের বদলে 'donation') ক্ষেত্রে এমন মন্তব্যের কোনো সুযোগ নেই। অপরদিকে উদাহরণ-৩এ পূর্বোক্ত পরিবর্তনের সঙ্গে আরও একটি শব্দ 'উন্নয়ন'-এর সংহিতা বদল করে 'development' ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনকে ঋণকরণ বলে অভিহিত করা যাচ্ছে না। এই সূত্র ধরে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের বৈশিষ্ট্য কীরূপ? এই লক্ষ্যে, বর্তমান প্রবন্ধে ঋণকরণ, ঋণকৃত শব্দের প্রকারভেদ, সংহিতা বদল ও মিশ্রণ, ঋণকরণের কারণ, ঋণকৃত শব্দের বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক দিক প্রভৃতি বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে।

১. শব্দঋণ কী

ভাষার ঋণকরণ একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। একটি ভাষা যখন তার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক কোনো ধারার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান গ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় ভাষাতাত্ত্বিক ঋণকরণ (Bloomfield; 1933)। সাধারণত কোনো ভাষা বা উপভাষা এই প্রক্রিয়ায় অন্য ভাষা বা উপভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে থাকে। তবে ঋণকরণকে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নেতিবাচক অভিধায়ও অভিহিত করেছেন। হগেন (Haugen, 1953) ঋণকরণকে 'প্রচ্ছন্ন চুরি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যেখানে দাতা ভাষার সম্পদের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটলেও গৃহীত ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে থাকে। মৃণাল নাথ (১৯৯৯) ঋণকরণকে এক ভাষায় অপর ভাষার 'শব্দ আত্মসাৎ' বলে উল্লেখ করেছেন। (Trask, 1996) ঋণকরণকে 'এক ধরনের কপি' বা 'হুবহু নকল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। লক্ষণীয় যে, ঋণকরণের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভাষার শব্দস্তরকেই মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। এ কারণে বর্তমান আলোচনায় 'ঋণকরণ' এবং 'শব্দঋণ' অভিধা দুটি প্রায়শই একে অপরকে ছাপিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ঋণকরণ তথা শব্দঋণের ফলে এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় এতখানি মিশে যায় যে, সেটাকে আলাদা করে শনাক্ত করা ভাষীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এটি এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যা একভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে আরেক ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করে এবং গৃহীত ভাষার ভাষিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

সাধারণভাবে, ঋণকরণের ফলে ভাষার সংগঠনে, বিশেষত শব্দভাণ্ডারে আসে গতিশীলতা; আর এ গতিশীলতা হলো ভাষাকে জীবিত রাখার অন্যতম প্রধান উপায়। তবে ঋণকরণের ফলে অনেক সময় একটি ভাষার স্বাধীন রাজ্যে দেখা দেয় অন্য ভাষার প্রভাব-প্রতিপত্তি। এতে করে অনেক সময় ভাষাগত আগ্রাসন ঘটতে পারে (হুমায়ুন আজাদ; ২০০২)। এক ভাষায় অন্য ভাষা থেকে ঋণকরণের কারণে ভাষাদেহে ঘটে নানাবিধ পরিবর্তন। প্রাচীনকালে ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখতে ব্যাকরণবিদেরা রোধ করতে চেয়েছিলেন ভাষার অনিবার্য পরিবর্তনকে। তারা সুনির্দিষ্ট ও সীমিত করতে চেয়েছিলেন ভাষার শব্দভাণ্ডার। কিন্তু জীবিত ভাষা পারস্পরিক ধারণা ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিয়ত বিকশিত হয়ে থাকে। ফলে এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে ওই ভাষীর সমাজ-সংগঠন-সংস্কৃতি।

শব্দঋণের সঙ্গে সংস্কৃতিরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। এটি ভাষিক যোগাযোগের একটি ফল বলে সেখানে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রেরও একটি নিদর্শন থাকে। ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে দুভাবে শব্দ তৈরি হতে পারে; যথা : অভ্যন্তরীণ উৎস (intrinsic source) এবং বহিস্থ উৎস (extrinsic source)। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রয়েছে পুরনো শব্দের ব্যবহার, প্রত্যয়ীকরণের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি এবং শব্দ সংক্ষেপণ। বহিস্থ উৎসের মধ্যে রয়েছে শব্দ-ঋণকরণ, যা হতে পারে একই ভাষার উপভাষা বা অন্য কোনো ভাষা থেকে। সাধারণত উৎস বিবেচনা করে বা কীভাবে ভাষায় শব্দঋণ করা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ঋণকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে (Bloomfield; 1933)। এগুলো হলো : ক) সাংস্কৃতিক ঋণকরণ (cultural borrowing), খ) অন্তরঙ্গ ঋণকরণ (intimate borrowing), গ) ঔপভাষিক ঋণকরণ (dialectical borrowing)। যখন এক ভাষা থেকে অর্থাৎ আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে কোনো শব্দ ঋণ করা হয় তখন তাকে সাংস্কৃতিক ঋণকরণ বলে। যখন কোনো ভাষা তার পূর্ববর্তী শব্দভাণ্ডার থেকে কোনো শব্দ নতুন করে ব্যবহার শুরু করা হয় তখন তাকে অন্তরঙ্গ ঋণকরণ বলে আর কোনো ভাষা যখন তার প্রচলিত উপভাষা থেকে প্রমিত ভাষায় শব্দ ঋণ করে তখন তাকে ঔপভাষিক ঋণকরণ বলা হয়। আবার ঋণকৃত শব্দ রূপান্তর বা পরিবর্তনের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন– প্রকৃত শব্দঋণ (pure borrowing) এবং পরিবর্তিত শব্দঋণ (adjusted borrowing)। সাধারণত যে শব্দগুলো কোনোরূপ পরিবর্তিত না হয়ে সরাসরি ভাষায় গৃহীত হয় তাকে আক্ষরিক শব্দঋণ বলা হয়, যেমন— কম্পিউটার, ব্যাগ ইত্যাদি। আর যে শব্দগুলো কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গৃহীত হয় এবং ভাষার শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ব্যবহৃত বা প্রচলিত হয় তা-ই অভিযোজিত শব্দঋণ, যেমন— হাসপাতাল, ডাক্তার ইত্যাদি। তবে ঋণকরণের ফলে শব্দগুলো ভাষায় এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে তা কোনো ভাষার নিজস্ব শব্দ বলেই মনে হয়। তাছাড়া ঋণকৃত শব্দসমূহের তিন ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক সমন্বয় লক্ষ করা যায় (Bloomfield; 1933 & Olmsted; 1986)। এগুলো হলো : এক, অন্য ভাষার শব্দ তার ঋণতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে কোনো একটি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। দুই, নির্দিষ্ট ভাষার শব্দ অন্য ভাষার নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে আংশিক

পরিবর্তিত হয়, তিন, ঋণকৃত শব্দটি পুরোপুরি গৃহীত ভাষার শব্দ-বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং তাকে ঋণকৃত বলে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত, শব্দঋণ একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। একটি ভাষায় যখন অন্য কোনো ভাষার শব্দ প্রবেশ করে তখন তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের চেয়ে যে ভাষায় প্রবেশ করছে সেই ভাষার ভাষিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষীরাই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঠিক করে যে, তারা কি ঋণকৃত শব্দটি হুবহু ব্যবহার করবে না তাদের সুবিধা অনুযায়ী পাল্টে নেবে। যদি তা-না হয় অর্থাৎ শব্দটি যদি লক্ষ্য-ভাষার সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে না পারে তবে তা বিভাষী-শব্দ (foreigen word)-ই রয়ে যায় (Lehmann;1962)। এ প্রসঙ্গে, পুনরায় উদাহরণ ২ এবং ৩এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মূলত, বাংলা ভাষায় প্রায়োগিক যোগ্যতার মানদণ্ডে 'স্কুলে'র সঙ্গে 'donation' এবং 'development'-এর যে পার্থক্য সেই পার্থক্যই মূলত ঋণকৃত শব্দ ও বিভাষী-শব্দের মধ্যে রয়ে যায়। সুতরাং, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুন একটি বিবেচনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে; আর তা হলো : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি উৎসজাত শব্দসমূহের মধ্যে ঋণকৃত শব্দ (স্কুল, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি) যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিভাষী-শব্দ ('donation', 'development', 'use' প্রভৃতি)। তাহলে প্রশ্ন হলো, ইংরেজি ভাষা থেকে আগত এসব বিভাষী-শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারের কারণ কী? একই সঙ্গে জানা প্রয়োজন, এসব বিভাষী-শব্দের ভবিষ্যৎ প্রভাব কী হতে পারে। অর্থাৎ, যাদের আজ বিভাষী-শব্দ বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তারা কি এই অভিধাভুক্তই থেকে যাবে নাকি কোনো এক সময় এরাও ঋণকৃত শব্দ হয়ে উঠবে। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

২. বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দঋণের বৈশিষ্ট্য

২.১ পরিপ্রেক্ষিত : ঔপনিবেশিকতা থেকে বিশ্বায়ন

বাংলাভাষী অঞ্চল দীর্ঘদিন ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল। ব্রিটিশরা ১৬০১ সালে ভারতবর্ষে এলেও ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজি ভাষা ক্রমেই 'প্রভু-ভাষা' হয়ে ওঠে। এ যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় ইংরেজির প্রভাব বাড়তে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের সূত্র ধরে ইংরেজি ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর মাঝে ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণকরণ এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। চাকুরি, ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি প্রভৃতি প্রয়োজনে লোকজনের ইংরেজি ভাষা শেখা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার শাসকরা নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করবার মানসে এবং ধর্মযাজকদের সাহায্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা সৃষ্টির কৌশল ব্যবহার করায় ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা পদ্ধতি সব কিছুই এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। কথ্য ও লেখ্য উভয়ক্ষেত্রেই ইংরেজি ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে। যদিও কথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি দেখা

যায়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ উপনিবেশ ব্যবস্থার অবসান ঘটলেও ইংরেজি ভাষার প্রভাব রয়েই যায়। এর সূত্র ধরে বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার শব্দ ব্যবহারের ব্যাপকতা মূলত ঔপনিবেশিক আমল থেকেই ক্রমবর্ধমান ধারায় ব্যাপ্ত। সেই সঙ্গে, পাকিস্তান আমলে নব্য-ঔপনিবেশিক কাঠামো পরোক্ষভাবে ইংরেজির বিস্তারে সহায়তা প্রদান করেছে। স্বাধীনতার পরও রাজনৈতিক দোলাচল, মূল্যবোধের বিঘ্নিত বিকাশধারা, জাতীয়তাবোধের অস্পষ্টতা, সংস্কৃতি-ভাবনার অপূর্ণাঙ্গতা, সর্বোপরি বাজার-পুঁজির স্বপ্নিল হাতছানি এবং এর বিপরীতে সাম্প্রতিকতম জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষার কারণে বাঙালি ভাষীগোষ্ঠী ইতিবাচক ও নেতিবাচক যুগপৎ-ধারায় ইংরেজির এই প্রভাবকে স্বাগত জানিয়েছে। তাই বলা যায় যে, চারশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় ইংরেজি নানা কারণে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। আর ইংরেজি হলো আন্তর্জাতিক ভাষা। ফলে বিশ্বায়নের কারণে ইংরেজি ভাষার চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায় সব ভাষাতেই পড়ছে ইংরেজি ভাষার একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব। তাছাড়া পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান ভাষা হলো ইংরেজি। এর প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশি পড়ছে। বাঙালি জীবন-সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় চিন্তাধারা যত বেশি প্রবেশ করছে ততই বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ বেড়ে যাচ্ছে। (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ১৯২৬)। ঔপনিবেশিক আমলে যেমন এ কথা সত্য ছিল, আজও তা বিশেষভাবে সত্য।

২.২ *ঋণকরণ : প্রয়োগবৈজ্ঞানিক সহায়তা ও সামাজিক মর্যাদা*

ঋণকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ভাষা প্রয়োগ তথা বক্তব্য প্রকাশে সহায়তা লাভ। মূলত একটি ভাষায় যখন কোনো ধারণা যথোপযুক্ত ও সংহত অবয়বে প্রকাশ করা দুরূহ হয়ে পড়ে তখন ওই ধারণা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শব্দ ও বিশেষক্ষেত্রে ভাষিক কাঠামো অন্য ভাষা থেকে ঋণকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করে ভাব প্রকাশের সীমাবদ্ধতা দূর করা হয়। এভাবেও বাংলা ভাষায় প্রচুর ঋণ করা ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করেছে বা স্থান করে নিয়েছে। এই ঋণকরণ যেমন অনিবার্য প্রয়োজনের কারণে হয়েছে তেমনি অপরিহার্য কোনো কারণ ছাড়াও ঘটেছে। কেননা, অনেক বাংলাভাষীর মনস্তত্ত্বে এই ধারণা গভীরভাবে প্রোথিত যে, ভাষা প্রয়োগের সময় বেশি মাত্রায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রয়োজনের তাগিদে তো বটেই সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কৃত্রিম মানসিকতা এই ঋণকরণকে উৎসাহিত করে (মৃণাল নাথ; ১৯৯৯)। নিচের উদাহরণগুচ্ছের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উদাহরণ-৪ (ক). ছেলেটি ইন্টারনেট থেকে কম্পিউটার গেমস ডাউনলোড করে।
উদাহরণ-৪ (খ). ? ছেলেটি আন্তর্যোগাযোগ-জাল থেকে গণকযান্ত্রিক-ক্রীড়া নিম্ন-সংরক্ষণ করে।'
উদাহরণ-৫ (ক). ! আমি আমার hobby-কে আমার profession হিসেবে choose করেছি।
উদাহরণ-৫ (খ). আমি আমার শখকে নিজের জীবিকা হিসেবে নির্বাচন করেছি।

উদাহরণ-৪ (খ)এর অস্বাভাবিক শব্দ-বিন্যাস কাঠামোই জানিয়ে দেয় যে, কেন উদাহরণ-৪

(ক) এ ব্যবহৃত কৃতঋণশব্দগুলোর প্রয়োগ বাংলা ভাষার জন্য বিশেষভাবে মানানসই এবং বাংলাভাষীদের মাঝে বহুল প্রচলিত। অপরদিকে, উদাহরণ-৫ (ক)এ ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলো ছাড়াও যে অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে অভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় তার প্রমাণ দেয় উদাহরণ-৫ (খ)। উদাহরণ-৫ (ক ও খ)এর ক্ষেত্রে তাই ভাষীর মানসিকতাই বাক্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা বা না করার পিছনে সক্রিয় বলে ধারণা করা যায়। প্রসঙ্গত, পূর্বে নির্দেশিত উদাহরণ-২ এবং উদাহরণ-৩এর গঠনের পিছনেও মনস্তাত্ত্বিক কারণই সক্রিয় বলে ধারণা করা যায়।

২.৩ শব্দঋণ : সংহিতা বদল ও সংহিতা মিশ্রণ

পূর্বেই নির্দেশিত হয়েছে, শব্দঋণ একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শব্দ ঋণকরণের সঙ্গে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আরও দুটি ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো হলো যথাক্রমে— সংহিতা মিশ্রণ (code mixing) এবং সংহিতা বদল (code switching)। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাকেন্দ্রিক সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার কোনো একটি ভাবের প্রকাশ মাধ্যম হলো সংহিতা। যদি কথা বলার সময় এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরের যে সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ ঘটে অর্থাৎ একই সংলাপে যদি একই সঙ্গে দুটি ভাষার রূপতাত্ত্বিক উপাদান একে অপরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে তখন তাকে সংহিতা মিশ্রণ বলে (Hoffmann : 1991)। আর যখন একটি ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণগত সংগতি বজায় রেখে অন্য ভাষার কিছু সংহিতা সেই ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন তাকে সংহিতা পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার অনেক ভাষাবিজ্ঞানী সংহিতা মিশ্রণকে এক ধরনের সন্নিবেশিত সংহিতা বদল হিসেবে বিবেচনা করেন যেখানে 'ক' ভাষার ভাষিক উপাদান 'খ' ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়; কিন্তু 'খ' ভাষার আধিপত্যই বজায় থাকে (Hamers & Blanc : 2000)। তাই শব্দ ঋণকরণের ধারণার সঙ্গে বিষয় দুটি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই ভাষায় ইংরেজি-ভিন্ন অন্য ভাষার যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয় তার অধিকাংশই ঋণকৃত শব্দ। কিন্তু ইংরেজি উৎসের ক্ষেত্রে ঋণকৃত শব্দের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে বিভাষী-শব্দ হিসেবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইতোমধ্যেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইংরেজি শব্দের ব্যবহারকেই সংহিতা মিশ্রণ ও সংহিতা বদল বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঋণকৃত শব্দ এবং সংহিতা বদল ও মিশ্রণের সূত্র ধরে ব্যবহৃত বিভাষী-শব্দের পার্থক্যসূচক রেখাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ভাষীদের ব্যবহারিক পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি পেলে একটি বিভাষী-শব্দের ঋণকৃত শব্দ হয়ে ওঠা সময়ের বিষয় মাত্র। পূর্বনির্দেশিত (উদাহরণ ১ ও ২) 'বিদ্যালয়' এবং 'স্কুলে'র ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে যে, এরা কীভাবে একে অপরের সমার্থক ও প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে। একইভাবে, 'প্রাথমিক' এবং 'primary' শব্দ দুটিও বাংলা ভাষায় প্রায় সমার্থক শব্দের মতো ব্যবহৃত হয়। এখানে 'প্রাইমারি' শব্দটিকে ঋণকৃত না বিভাষী শব্দের সংহিতা বদল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। আরেকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা যেতে

পারে :

উদাহরণ-৬. সুবর্ণা এখন কোন ব্র্যান্ডের সাবান use করে?

এখানে দুটি শব্দ 'ব্র্যান্ড' এবং 'use'। এর মধ্যে ব্র্যান্ড শব্দটি বাংলাভাষায় ঋণকৃত শব্দ হিসেবে গণ্য করা হলেও use শব্দটির পরিভাষা হিসেবে 'ব্যবহার' শব্দটির বহুল প্রয়োগ রয়েছে। ফলে এখানে use শব্দটিকে সংহিতা বদল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলা ভাষায় এরূপ সংহিতা বদল করে ইংরেজি ভাষার শব্দ ব্যবহার প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়। আবার এই সংহিতা বদলের সূত্র ধরে সংহিতা মিশ্রণও প্রায় ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। নিচের উদাহরণটি দ্রষ্টব্য :

উদাহরণ-৭. *শুভ্র গতকাল তার friends-দের বাড়িতে দাওয়াত করেছিল।

ব্যাকরণের নিয়ম মেনে না চলা এই বাক্যের ধরনটি আজকাল প্রায়শই শোনা যায়। লক্ষণীয় যে, ইংরেজি ভাষার বচন-চিহ্নের সঙ্গে বাংলা ভাষার বচন-চিহ্নও যুক্ত হয়ে বাক্যটিকে ব্যাকরণগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলেছে। এটি সংহিতা মিশ্রণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এরূপ অতিরিক্ত বচন-চিহ্নের ব্যবহারের মতো অতিরিক্ত ক্রিয়া ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সংহিতা মিশ্রণের প্রবণতাও চোখে পড়ে। যেমন : 'টাকা pay করা', 'উপহার present করা' ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, ইংরেজি ভাষায় 'pay' কিংবা 'present' নিজেরাই ক্রিয়া; ফলে এদের সঙ্গে অতিরিক্ত 'করা' ক্রিয়াপদ যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার বাংলাভাষীরা বাক্যে মাতৃভাষার সঙ্গে কিছু ইংরেজি ক্রিয়া বিশেষণ ব্যবহার করেও অভ্যস্ত। যেমন— 'তুমি easily কাজটি করতে পারো'। বাংলা বাক্যে প্রায়শই অভিব্যক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাড়তি ইংরেজি সংযোজক অব্যয় জুড়ে দেয়া হয়। যেমন— by the by, frankly speaking, my god, take it easy, thanks ইত্যাদি (মনসুর মুসা ও মনোয়ার ইলিয়াস; ১৯৯৪)। কিন্তু মাতৃভাষার বাক্যিক কাঠামো মেনে চলবার সহজাত প্রবণতা যেমন এক্ষেত্রে ভাষীদের মধ্যে সক্রিয় তেমনি সংহিতা বদল করে বাক্যে ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়ার মানসিকতাও তারা লালন করে। ফলে, এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে সংহিতা বদল ও মিশ্রণ হয় বলেই কোন শব্দটিকে ঋণকৃত শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা হবে আর কোনটিকে নয় তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সংহিতা বদল ও মিশ্রণ তখনই শব্দঋণ হয় যখন নির্দিষ্ট ভাষায় অধিকাংশ ভাষী তা গ্রহণ করে এবং ভাষায় সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন, বাংলা ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, certificate শব্দটির পারিভাষিক রূপ হলো 'প্রত্যয়নপত্র'। কিন্তু বর্তমানে কিছু দাপ্তরিক ব্যবহার ব্যতীত প্রায় সবখানেই certificate শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বলা যায়, ক্রমান্বয়ে 'সার্টিফিকেট' শব্দটি ঋণজাত শব্দ হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। মূলত, দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে বাঙালিদের একটি সহজাত প্রবণতা হলো বাক্যালাপে প্রচুর ইংরেজি সংহিতা ব্যবহার করা। এর ভালো কিংবা মন্দ দিক বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য যেহেতু বাংলা ভাষায় ইংরেজি ঋণকৃত শব্দের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সেহেতু কোনগুলোকে ঋণকৃত শব্দ বলা যাবে তার একটি কাঠামো

নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল। এই সূত্র ধরে বলা যায় যে, ঋণকৃত শব্দ হয়ে উঠার জন্য ভাষীদের কাছে শব্দটির গ্রহণযোগ্যতা এবং বারবার ব্যবহার করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপরে বিভিন্ন উদাহরণের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় ইংরেজির যে সংহিতা বদল ও মিশ্রণের প্রবণতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা মূলত নাগরিক উপভাষা কিংবা প্রমিত বাংলা ব্যবহারকারী শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। অথচ, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং নিজ নিজ উপভাষায় কথা বলে। এ কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে উল্লিখিত সংহিতা বদল ও মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচলিত। অথচ, এ ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি ঋণকৃত শব্দসমূহ প্রমিত বাংলা কিংবা উপভাষা নির্বিশেষে সমানভাবে ব্যবহৃত ও প্রচলিত। আর এ কারণেই এ ধরনের সংহিতা বদল ও মিশ্রণ থেকে ঋণকৃত শব্দসমূহকে পৃথক রেখে এদের ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি শব্দ যখন ঋণকরণের মধ্য দিয়ে অন্য ভাষায় প্রবেশ করে তখন সেই শব্দটি ওই লক্ষ্য-ভাষার সংগঠনের সঙ্গে সমন্বিত হয়। বাংলা ভাষায় ইংরেজি ঋণকৃত শব্দগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভাষায় ইংরেজি ঋণকৃত শব্দগুলো কীভাবে বাংলা ভাষা সংগঠনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করে তা অনুধাবন করার লক্ষ্যে এদের ভাষাবৈজ্ঞানিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৩. ইংরেজি ঋণকৃত শব্দের ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য

৩.১ ঋণকৃত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এক ভাষার ধ্বনি সংগঠন আরেক ভাষার ধ্বনি সংগঠন থেকে পৃথক হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিগত সংগঠনে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তাই এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় সাধারণত ধ্বনি ঋণকরণের ঘটনা দুর্লভ। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে অন্যান্য ভাষিক উপাদানের ঋণকরণ হলেও কখনও ধ্বনি ঋণ করা হয়নি (হুমায়ুন আজাদ; ২০০২)। কেননা, নির্দিষ্ট ভাষীরা তাদের নিজ ভাষার ধ্বনি ব্যবহারেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একটা সময় তাদের বাগযন্ত্র ওই ধ্বনিগুলো উচ্চারণেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ঋণকরণের সময় ঋণকৃত শব্দগুলো সাধারণত লক্ষ্য-ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনের সঙ্গে খাপ খেয়ে ব্যবহৃত হয়। তাই ঋণকৃত শব্দের ধ্বনিগত বিন্যাসটি হয় লক্ষ্য-ভাষা অনুসরণে। ভাষীরাও তাই ধ্বনিগুলো সহজে উচ্চারণ করতে পারে। ইংরেজি ভাষা থেকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় এমন অনেক ইংরেজি শব্দ আছে যা উচ্চারণ করবার জন্য বাংলাভাষীরা সাধারণত নিজ ভাষারীতি অনুসরণ করে থাকে। ফলে দুটি ভাষার মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়; আর এ ক্ষেত্রে স্বরাগম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ (Paradis and LaCharité: 1997)। যেমন — 'table' শব্দটি যখন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তখন বাড়তি /i/ ধ্বনির আগম ঘটে উচ্চারণ দাঁড়ায় /tebil/, অথচ প্রমিত ইংরেজি উচ্চারণ অনুসারে এটি 'teibəl' হিসেবে উচ্চারিত হয়। এগুলো ভাষার নিজস্ব গঠন অনুসারে পরিবর্তিত হয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার ধ্বনি ব্যবহারের আরও পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজি ভাষায় এমন কিছু ধ্বনি রয়েছে যা বাংলা ভাষায় নেই; আবার ইংরেজি ভাষার ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ

রীতি ও উচ্চারণ স্থান বাংলা ভাষার সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই ঋণকৃত শবে মধ্যে নতুন কোনো ধ্বনি থাকলে তা লক্ষ্য-ভাষার ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করা হয় উদাহরণস্বরূপ, নিচের সারণির মাধ্যমে ইংরেজি ঘৃষ্ট ধ্বনিগুলো কীভাবে বাংলা ভাষায় স্প ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা তুলে ধরা যেতে পারে :

সারণি ১ : বাংলা ভাষায় ঋণকৃত শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি উচ্চারণ	বাংলা উচ্চারণ
চেয়ার	tʃɛər	cear
জজ	dʒʌdʒ	jaj

এছাড়া স্বরাগম (যেমন; স্কুল → ইস্কুল), ধ্বনি বিপর্যয় (বাক্স → বাস্কো), আংশি ধ্বনিগত পরিবর্তন (হসপিটাল → হাসপাতাল) প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যবহ করেও ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণকৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ধ্বনিতাত্ত্বিক এ পরিবর্তন সাধারণত ঋণকৃত শব্দকে ভাষীদের নিকট আরও পরিচিত ও জনপ্রিয় ক তোলে। এতে করে শব্দটি দ্রুত ভাষার অংশে পরিণত হয় এবং ভাষীরা তা সাদরে গ্রহ করে থাকে।

৩.২ *ঋণকৃত শব্দের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য*

ঋণকৃত শব্দ হিসেবে ইংরেজি থেকে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং করছে তবে ওই শব্দ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাকরণিক উপাদান যেমন প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি যু হওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি নয় বাংলা ভাষার নিয়মই অনুসৃত হয়। কারণ ভাষায় ঋণকৃ শব্দের সঙ্গে নতুন ব্যাকরণিক উপাদান গ্রহণ আবশ্যক নয় (Yip 1993, Broselo 1999, Jacobs and Gussenhoven 2000)। যেমন, 'টেবিল' শব্দটি উদাহরণ হিসে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলায় ভাষায় একটি টেবিল বা দুটি টেবিল হলে 'টেবিল'-এ রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু ইংরেজি two tables হলে table এর সা 'বহুবচন চিহ্ন' (s) বসে। আবার, একটি শব্দ বিভিন্ন রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যে পরিবর্তিত হয়ে ভাষায় গৃহীত হতে পারে। একটি ঋণকৃত শব্দ সাধারণত যেসব রূপতাত্ত্বি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে রয়েছে : খণ্ডিত শব্দ (clipping), শব্দ সংক্ষেপ (abbrevaition), শীর্ষ শব্দ (acronym) ও আদ্য বর্ণায়ন (initialization যৌগিকীকরণ (compouding), সংকরায়ণ (hybridizeganation), প্রত্যয়ীকর (affixation) ইত্যাদি। নিচে উদাহরণসহ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

খণ্ডিত শব্দ : সাধারণত একটি শব্দের অংশবিশেষ যখন পুরো শব্দের প্রতিনিধি হয় ওঠে তখন তাকে খণ্ডিত শব্দ বলে। এই প্রক্রিয়ায় একটি শব্দের যে কোনো একটি অংশে মাধ্যমে পুরো শব্দটি বুঝিয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় ঋণকৃত ইংরেজি শব্দসমূহের মধ্যে তি প্রকার খণ্ডিত শব্দ লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে সম্মুখ খণ্ডিত শব্দ, পশ্চাৎ খণ্ডিত শ

এবং মধ্য খণ্ডিত শব্দ। সাধারণত একটি শব্দের যখন সম্মুখ অংশই নতুন একটি শব্দ হিসেবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয় তখন তাকে সম্মুখ খণ্ডিত শব্দ বলে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষায় প্রায়শই মূল ভাষার সমগ্র শব্দটির পরিবর্তে কেবল কর্তন করা খণ্ডিত অংশটিই ঋণকরণ করা হয়। যেমন :

সারণি ২ : বাংলা ভাষায় সম্মুখ খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ঋণকৃত শব্দ গঠন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
popular music	pop	পপ
facsimilie	fax	ফ্যাক্স
gymnasium	gym	জিম
administration	admin	এডমিন
memorandum	memo	মেমো

অনুরূপভাবে, পশ্চাৎ খণ্ডিত শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের শেষ অংশ দিয়েই নতুন শব্দ গঠন করা হয়। বাংলা ভাষায় এরূপ ইংরেজি ঋণকৃত শব্দও দেখতে পাওয়া যায় :

সারণি ৩ : বাংলা ভাষায় পশ্চাৎ খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ঋণকৃত শব্দ গঠন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
telephone	phone	ফোন
university	versity	ভার্সিটি

অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেলেও বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার মধ্য খণ্ডিত শব্দও ঋণকৃত শব্দরূপে গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের শব্দের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'influenza' শব্দ থেকে ইংরেজি শব্দ 'flue' শব্দটি তৈরি হয়েছে এবং তা থেকে বাংলা ভাষায় 'ফ্লু' শব্দটি এসেছে। খণ্ডিত শব্দ দ্বারা শব্দ তৈরির প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খণ্ডিত শব্দ সৃজন ছাড়াও বিভিন্ন সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমেও ইংরেজি ভাষার শব্দের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায়।

শব্দ সংক্ষেপ : সাধারণভাবে, শীর্ষ শব্দ এবং আদি বর্ণায়নের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার শব্দ সংক্ষেপ প্রক্রিয়ার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ঋণকৃত শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যখন কোনো শব্দ সংক্ষেপ করা হলেও বিচ্ছিন্নভাবে না হয়ে একত্রে একটি শব্দের মতো উচ্চারিত হয় তখন তাকে শীর্ষ শব্দ বলা হয়। অপরদিকে, শব্দ সংক্ষেপের ফলে অনেক সময় কয়েকটি শব্দের প্রথম বর্ণ নিয়ে একটি শব্দ গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠনকে আদ্য বর্ণায়ন বলা হয়। এরূপ ঋণকৃত কিছু শব্দের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

রীতি ও উচ্চারণ স্থান বাংলা ভাষার সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই ঋণকৃত শব্দের মধ্যে নতুন কোনো ধ্বনি থাকলে তা লক্ষ্য-ভাষার ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিচের সারণির মাধ্যমে ইংরেজি ঘৃষ্ট ধ্বনিগুলো কীভাবে বাংলা ভাষায় স্পৃষ্ট ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা তুলে ধরা যেতে পারে :

সারণি ১ : বাংলা ভাষায় ঋণকৃত শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি উচ্চারণ	বাংলা উচ্চারণ
চেয়ার	tʃɛər	cear
জজ	dʒʌdʒ	jaj

এছাড়া স্বরাগম (যেমন; স্কুল → ইস্কুল), ধ্বনি বিপর্যয় (বাক্স → বাস্‌কো), আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন (হসপিটাল → হাসপাতাল) প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যবহার করেও ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণকৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ধ্বনিতাত্ত্বিক এই পরিবর্তন সাধারণত ঋণকৃত শব্দকে ভাষীদের নিকট আরও পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলে। এতে করে শব্দটি দ্রুত ভাষার অংশে পরিণত হয় এবং ভাষীরা তা সাদরে গ্রহণ করে থাকে।

৩.২ *ঋণকৃত শব্দের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য*

ঋণকৃত শব্দ হিসেবে ইংরেজি থেকে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং করছে। তবে ওই শব্দ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাকরণিক উপাদান যেমন প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি নয় বাংলা ভাষার নিয়মই অনুসৃত হয়। কারণ ভাষায় ঋণকৃত শব্দের সঙ্গে নতুন ব্যাকরণিক উপাদান গ্রহণ আবশ্যক নয় (Yip 1993, Broselow 1999, Jacobs and Gussenhoven 2000)। যেমন, 'টেবিল' শব্দটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলায় ভাষায় একটি টেবিল বা দুটি টেবিল হলে 'টেবিল'-এর রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু ইংরেজি two tables হলে table এর সঙ্গে 'বহুবচন চিহ্ন' (s) বসে। আবার, একটি শব্দ বিভিন্ন রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে ভাষায় গৃহীত হতে পারে। একটি ঋণকৃত শব্দ সাধারণত যেসব রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে রয়েছে : খণ্ডিত শব্দ (clipping), শব্দ সংক্ষেপণ (abbrevaition), শীর্ষ শব্দ (acronym) ও আদ্য বর্ণায়ন (initialization), যৌগিকীকরণ (compouding), সংকরায়ণ (hybridizeganation), প্রত্যয়ীকরণ (affixation) ইত্যাদি। নিচে উদাহরণসহ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

খণ্ডিত শব্দ : সাধারণত একটি শব্দের অংশবিশেষ যখন পুরো শব্দের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তখন তাকে খণ্ডিত শব্দ বলে। এই প্রক্রিয়ায় একটি শব্দের যে কোনো একটি অংশের মাধ্যমে পুরো শব্দটি বুঝিয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় ঋণকৃত ইংরেজি শব্দসমূহের মধ্যে তিন প্রকার খণ্ডিত শব্দ লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে সম্মুখ খণ্ডিত শব্দ, পশ্চাৎ খণ্ডিত শব্দ

এবং মধ্য খণ্ডিত শব্দ। সাধারণত একটি শব্দের যখন সম্মুখ অংশই নতুন একটি শব্দ হিসেবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয় তখন তাকে সম্মুখ খণ্ডিত শব্দ বলে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষায় প্রায়শই মূল ভাষার সমগ্র শব্দটির পরিবর্তে কেবল কর্তন করা খণ্ডিত অংশটিই ঋণকরণ করা হয়। যেমন :

সারণি ২ : বাংলা ভাষায় সম্মুখ খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ঋণকৃত শব্দ গঠন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
popular music	pop	পপ
facsimilie	fax	ফ্যাক্স
gymnasium	gym	জিম
administration	admin	এডমিন
memorandum	memo	মেমো

অনুরূপভাবে, পশ্চাৎ খণ্ডিত শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের শেষ অংশ দিয়েই নতুন শব্দ গঠন করা হয়। বাংলা ভাষায় এরূপ ইংরেজি ঋণকৃত শব্দও দেখতে পাওয়া যায় :

সারণি ৩ : বাংলা ভাষায় পশ্চাৎ খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ঋণকৃত শব্দ গঠন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
telephone	phone	ফোন
university	versity	ভার্সিটি

অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেলেও বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার মধ্য খণ্ডিত শব্দও ঋণকৃত শব্দরূপে গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের শব্দের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'influenza' শব্দ থেকে ইংরেজি শব্দ 'flue' শব্দটি তৈরি হয়েছে এবং তা থেকে বাংলা ভাষায় 'ফ্লু' শব্দটি এসেছে। খণ্ডিত শব্দ দ্বারা শব্দ তৈরির প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খণ্ডিত শব্দ সৃজন ছাড়াও বিভিন্ন সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমেও ইংরেজি ভাষার শব্দের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায়।

শব্দ সংক্ষেপ : সাধারণভাবে, শীর্ষ শব্দ এবং আদি বর্ণায়নের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার শব্দ সংক্ষেপ প্রক্রিয়ার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ঋণকৃত শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যখন কোনো শব্দ সংক্ষেপ করা হলেও বিচ্ছিন্নভাবে না হয়ে একত্রে একটি শব্দের মতো উচ্চারিত হয় তখন তাকে শীর্ষ শব্দ বলা হয়। অপরদিকে, শব্দ সংক্ষেপের ফলে অনেক সময় কয়েকটি শব্দের প্রথম বর্ণ নিয়ে একটি শব্দ গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠনকে আদ্য বর্ণায়ন বলা হয়। এরূপ ঋণকৃত কিছু শব্দের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

সারণি ৪ : বাংলা ভাষায় শীর্ষ শব্দের মাধ্যমে ঋণকৃত শব্দ গঠন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
Radio Detection and Ranging	radar	রাডার
Value Added Tax	vat	ভ্যাট
Dhaka University Students Union	daksu	ডাকসু

সারণি ৫ : বাংলা ভাষায় আদ্য বর্ণায়নের মাধ্যমে ঋণকৃত শব্দ গঠন

প্রদত্ত শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
Compact Disk	CD	সিডি
Very Important Person	VIP	ভিআইপি
Export Prosessing Zone	EPZ	ইপিজেড
Vice Chancelor	VC	ভিসি
Personal Computer	PC	পিসি
Television	TV	টিভি
British Brodcasting Corporation	BBC	বিবিসি
Cable News Network	CNN	সিএনএন

বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলার (যেমন : চিকিৎসা বিজ্ঞান) পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রেও আদ্য বর্ণায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— EEG, ECG, MRI, FMRI ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও বিবিধ প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় ইংরেজি ঋণকৃত শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় ইংরেজি শব্দ ও অন্য একটি ভাষার শব্দ মিলে যৌগিক শব্দ রূপে ঋণকৃত শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন : হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি), চা-ফ্যাক্টরি (চিনা + ইংরেজি), ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি) ইত্যাদি। আবার অনেক ইংরেজি ঋণকৃত শব্দ বাংলা ভাষার শব্দের সঙ্গে মিলে সংকর শব্দও তৈরি করে। যেমন : হেড-পণ্ডিত, স্কুল-শিক্ষক, ফুটবল-খেলোয়াড় ইত্যাদি। বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক বদ্ধরূপমূলের সঙ্গেও ইংরেজি ঋণকৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : বাক্স +এর ⟶ বাক্সের, বাস + এ ⟶ বাসে, নোট + গুলো ⟶ নোটগুলো প্রভৃতি।

৩.৩ ঋণকৃত শব্দের বাক্যিক বৈশিষ্ট্য

ইংরেজি বাক্যের গঠন ঋণ করে বাংলা বাক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিশেষ প্রচলিত নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকদের কারও কারও মধ্যে এই প্রবণতা দেখা গেলেও তার কোনো ধারাবাহিক অনুসৃতি লক্ষ করা যায় না। তবে, বাংলা ভাষায় মননশীলতা চর্চায় কখনও কখনও ইংরেজি গ্রন্থের মাধ্যমে পঠনলব্ধ জ্ঞানকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবার

ক্ষেত্রে বাংলা বাক্য গঠনে ইংরেজি বাক্যের প্রচ্ছন্ন প্রভাব অনুধাবন করা যেতে পারে। তাছাড়া, সাম্প্রতিককালে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করছে এমন শিক্ষার্থীদের ভাষায়ও ইংরেজি বাক্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন।

৩.৪ ঋণকৃত শব্দের বাগর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষা থেকে শব্দ ঋণকরণের কারণে কখনো কখনো শব্দটির বাগর্থতাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থের সংকোচন ও প্রসারণও ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — 'মাস্টারি' শব্দটি দিয়ে যে কোনো শিক্ষকতাকে নির্দেশ করার সুযোগ থাকলেও বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বোঝানোর জন্যই শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আবার 'হোন্ডা' শব্দটি একটি মোটর কোম্পানির নাম হলেও দীর্ঘদিন ধরে যে কোনো কোম্পানির মোটর সাইকেল বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৩.৫ ঋণকৃত শব্দ ও লিপিবিধিগত বৈশিষ্ট্য

অনেক সময় ঋণকৃত শব্দের কারণে ভাষার লিপিবিধিতে নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির প্রচলন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেকোনো ইংরেজি শব্দ বাংলা লিপিতে লেখার সময় সর্বদা 'ি' কার ব্যবহারের নিয়ম চালু রয়েছে। আবার বাংলা ভাষায় /s/ এবং /ʃ/ ধ্বনিদুটি প্রকাশের জন্য তিনটি বর্ণ রয়েছে — 'শ,ষ,স'। এগুলোর মধ্যে ইংরেজি ধ্বনি লেখার জন্য 'শ' এবং 'স' ব্যবহৃত হলেও 'ষ' ব্যবহৃত হয় না। একইভাবে বাংলা লিপিতে /n/ ধ্বনিটি প্রকাশের জন্য 'ণ' এবং 'ন' দুটি বর্ণ থাকলেও কেবল 'ন' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়।

৪. উপসংহার

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষায় প্রয়োজনের তাগিদেই অনেক ইংরেজি শব্দ ঋণ করতে হয়। যেসব ধারণা বা তত্ত্ব প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে শব্দ পাওয়া যায় না বা পারিভাষিক শব্দ গঠন করা হলেও তা তেমন প্রচলিত হয় না সেক্ষেত্রে শব্দ ঋণকরণের বিকল্প নেই। যেমন : 'মোবাইল' শব্দটির বাংলা পরিভাষা 'মুঠোফোন' করা হলেও মোবাইল শব্দটিই বেশি প্রচলিত। আবার 'অক্সিজেন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'অম্লজান' করা হলেও অক্সিজেন শব্দটিই ভাষায় প্রয়োগ করা হয়। কিছু কিছু ঋণকৃত শব্দের সমার্থক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি শব্দগুলো ব্যবহার বা প্রয়োগ করতে ভাষীরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এই ঋণকরণ বিষয়ে গবেষণা (Afia Dil; 1968) হয়ে আসছে। কিন্তু সময়ের সাথে দেশের সমাজ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় এসেছে পরিবর্তন; একই সঙ্গে বেড়েছে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা। বিশেষ করে ইংরেজি ও বাংলার মিশ্রণের হার দিন দিন বাড়ছে। বলা যেতে পারে, এই 'খিচুড়ি-ভবন'ই বাংলা ভাষার প্রতিনিয়ত পাল্টে যাবার ইঙ্গিত বহন করছে (রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য; ১৯৯০)। যেহেতু বাংলা ভাষার কোনো পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত করা হয়নি সেহেতু কী পরিমাণে ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে তা

নির্ধারণ করা কঠিন। বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের প্রকৃত চিত্র অনুধাবনের জন্য মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্যের নিবিড় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রয়োজন।

টীকা

১. প্রবন্ধে বাক্যের প্রথমে '?' চিহ্ন দিয়ে বাক্যের দুর্বোধ্যতা, '!' দিয়ে পরম্পরাগত ত্রুটি এবং '*' দিয়ে ব্যাকরণিক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

মনসুর মুসা ও মনোয়ার ইলিয়াস। (১৯৯৪)। "বাঙলায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দ", *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা*। এশিয়াটিক প্রেস, ঢাকা।

মৃণাল নাথ। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, কলকাতা।

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য। (১৯৯০)। *ঘরে বাইরে আক্রমণ : বাংলা ভাষা*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ। (২০০২)। *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Bloomfield, Leonard. (1933). *Language*; Holt, Rinehart and Winston, New York.

Broselow, E. (1999). "Stress, epenthesis, and segment transformation in Selayarese loans", *In Proceedings of the twenty-fifth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*; eds. S. Chang, L. Liaw and J. Ruppenhofer, p. 311-325 [Cited in: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.24...rep...].

Dil Afia. (1968). "English Loanwords in Bangla." *Pakistani Linguistics*; Shahidullah presentation, Lahore.

Hamers, Josiane F. and Blanc Michel. (2000). *Bilinguality and bilingualism*; Cambridge University Press, Cambridge.

Haugen, Einar. (1953). *The Norwegian Language in America: A study in bilingual behavio;* University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Hoffmann.C. (1991). *An Introduction to Bilingualism*; New York, Longman.

Jacobs, Haike, and Carlos Gussenhoven. (2000). "Loan phonology : Perception, Salience, the Lexicon and OT", In *Optimality Theory. Phonology, Syntax, and Acquisition*; eds. Joost Dekkers, Frank van der Leeuw and Jeroen van de Weijer, Oxford University Press, Oxford.

Lehmann Winfred P. (1962). *Historical Linguistics*; (3rd ed. 1992) Routledge, London .

Olmsted, Hugh M. (1986). "American interference in the Russian language of the third-wave emigration: Preliminary notes." *Folia Slavica* 8 : 91-127 [Cited in: www.lel.ed.ac.uk/~lhlew/Undergraduate%20Thesis.pdf].

Paradis Carole, and LaCharité Darlene. (1997). Preservation and minimality in loanword adaptation. *Journal of Linguistics;* 33:379-430 [Cambridge, doi: 10.1017/s0022226797006786].

SunitiKumar Chatterjee. (1926). *Origin and Development of Bengali Language*; University of Calcutta, Calcutta.

Trask, R.L. 1996. *Historical Linguistics;* Arnold, London.

Yip, Moira. 1993. Cantonese loanword phonology and Optimality Theory. *Journal of East Asian Linguistics;* 2:261-291 [Cited in: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.24...rep...].